মেহেরপুরে তথ্যপ্রযুক্তিকে আলোকিত করছেন এস এম রাসেল

মেহেরপুরের প্রযুক্তি-উন্নয়নের আকাশে উদিত এক দীপ্তিমান নক্ষত্র এস এম রাসেল। তথ্যপ্রযুক্তির দুর্বার জোয়ারে তিনি যেন এক নির্ভীক রথী, যিনি নিজের মেধা, মনন ও অসামান্য পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন অসংখ্য বেকার যুবকের আলোকিত ভবিষ্যৎ। একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল স্রোতের মহাচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি হয়ে উঠেছেন এক অনন্য স্বপ্নকারিগর, যিনি আইটি দক্ষতার আলোয় আলোকিত করছেন মেহেরপুরসহ সমগ্র দেশকে।

মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড পাড়ার সন্তান রাসেল বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয় NSDA পুলভুক্ত ICT Assessor হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইসাথে তিনি মেহেরপুর শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রধান আইটি ইন্সট্রাক্টর এবং NSDA ও BTEB অনুমোদিত রশ্নি কারিগরি কম্পিউটার ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের অধীন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)-এর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, তিনি NSDA-এর অধীনে ১০টি মর্যাদাপূর্ণ লেভেল সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে Level-6, Level-3, Level-4, Digital Marketing for Freelancing, Level-3 Computer Operation, Level-3 IT Support Services, Level-3 Graphic Design, Level-3 Graphic Design for Freelancing এবং Level-Tour Guide।

পাশাপাশি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক CBT&A Level-4 এবং Level-1, 2 ও 3 Computer Operation-এ জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

জাতীয় স্বীকৃত CBT&A Methodology Level-4 Certified IT Trainer & Assessor হিসেবে তিনি NSDA-এর ICT Skill-এর সর্বোচ্চ Level-6 জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

২০০৮ সালে কম্পিউটার শিক্ষার হাতেখড়ি নিয়ে শুরু হওয়া যাত্রায় তিনি এখন পর্যন্ত ৫-৬ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর মধ্যে ৬-৭ শতাধিক শিক্ষার্থী সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মরত।

রাসেল বলেন, “আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, যখন শুনি আমার কোনো শিক্ষার্থী চাকরি পেয়েছে এবং তার পরিবারে আলো এনেছে।”

রশ্নি কারিগরি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট: মেহেরপুরের আইটি বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। রাসেলের স্বপ্নের ফসল রশ্নি কারিগরি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট খুলনা বিভাগে অন্যতম একমাত্র NSDA Level-6 অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দেশের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা Assessment দিতে আসে, যা মেহেরপুরের গৌরব বাড়িয়েছে।

গত ৮ বছর ধরে তিনি মেহেরপুর সমাজসেবা কার্যালয়ে সরকারি অনুমোদিত আইটি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, যেখানে প্রতি ব্যাচে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। স্থানীয়দের মতে, “রাসেল শুধু একজন প্রশিক্ষক নন, বরং মেহেরপুরের ডিজিটাল স্বপ্নের নির্মাতা।”

রাসেলের পিতা এস এম রুস্তম আলী তাঁর প্রেরণার প্রধান উৎস।

স্থানীয়দের কাছে তিনি আজ আইটি বিপ্লবের আলোকবর্তিকা, যিনি প্রযুক্তির শক্তিতে বদলে দিচ্ছেন প্রজন্মের ভাগ্য।

এবার যোগ হলো এআই শিক্ষক!

প্রায় সব বিষয়েই পুরোদস্তুর শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারে এআই। আর এমন শিক্ষকের শরণাপন্ন হচ্ছেন বিশ্বের অনেক দেশের শিক্ষার্থীরা।

কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে, এআই আর রোবট মিলে করে দেবে আমাদের সব কাজকর্ম। এমন পরিস্থিতিতে স্বভাবতই প্রশ্ন চলে আসে, এআই যদি আমাদের সব কাজই করে দেয় তাহলে কষ্ট করে আর পড়াশোনা করার কি দরকার?

এআই সঠিক কমান্ড দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার মতো দক্ষ মানুষের চাহিদাও বাড়বে ওই সময়ে। এ কারণে যুক্তরাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করছে, যার দরুন সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই হয়ে উঠছে এআইনির্ভর। কিছুদিন আগে শিক্ষার্থীরা শুধু

নিজেদের অ্যাসাইনমেন্ট করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন চ্যাটজিপিটি, তবে বর্তমানে যুক্তরাজ্যের বেশ কিছু বিদ্যালয় ওয়ার্কশিট ফরম্যাটিংয়ের কাজে সাহায্য করার জন্য এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তার ক্ষেত্রে কাজ করছে এআই।

কটেসমোর স্কুলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো শিক্ষক নির্বাচনের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রজারসন বলেন, ‘সবার মতামত নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হচ্ছে।’

বেশ কিছু স্কুল সূত্রে জানা গেছে, পাঠ্যক্রমের বাইরে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসার জন্য এআই শিক্ষকের ব্যবহার করা হচ্ছে।
অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে এগিয়ে আছে খান একাডেমির সালমান খানের ‘খানমিগো’। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে দিতে সিদ্ধহস্ত এটি। সিঙ্গাপুরের সেন্টার ফর এডুকেশনাল টেকনোলজিসের ‘কোডভেরি’ শিক্ষার্থীদের কোডিং অ্যাসাইনমেন্টের ভুল শনাক্ত করা হয় এআই দিয়ে।

দক্ষিণ কোরিয়া ২০২৫ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক তৈরির পরিকল্পনা করছে। এখন দেখার বিষয় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিক্ষাদান ব্যবস্থা এআইকে কাজে লাগিয়ে কতটা এগিয়ে যেতে পারে!

অবৈধ-নকল মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করে দেবে বিটিআরসি

২০১৯ সালের ১ আগস্ট থেকে যে সব ক্লোন বা নকল আইএমইআই সংবলিত কিংবা অবৈধভাবে আমদানি করা হ্যান্ডসেট মোবাইল নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রয়েছে, সে সব হ্যান্ডসেট থেকে নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করে

দেবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিটিআরসি)।

শিগগিরই নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করার প্রযুক্তি ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার (এনইআইআর) বসাতে যাচ্ছে বিটিআরসি।

এ জন্য অবৈধ, নকল ও ক্লোন হ্যান্ডসেট কেনার ব্যাপারে গ্রাহকদের আবার সতর্ক করে দিয়েছে বিটিআরসি।

গত বছরের এ সংক্রান্ত সতর্ক বিজ্ঞপ্তি সংযুক্ত করে এ বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আবারও সতর্কতা জারি করল সংস্থাটি। এর আগে গত বছরের ২৯ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি দেয় বিটিআরসি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মোবাইল হ্যান্ডসেট কেনার আগে সিটির আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি) সঠিক কিনা- তা যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি বিক্রেতার কাছ থেকে রশিদ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে মোবাইল হ্যান্ডসেট কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বছরের ১ আগস্ট থেকে নকল ও ক্লোন আইএমইআই সংবলিত মোবাইল ফোন অপারেটরদের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হলে সেটিকে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রারের (এনইআইআর) মাধ্যমে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে।

তবে কীভাবে সত্যতা যাচাই করতে হবে, তা বলে দিয়েছে বিটিআরসি। পদ্ধতিটি হল- মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে KYD লিখে স্পেস দিয়ে ১৫ ডিজিটের আইএমইআই নম্বর লিখে ১৬০০২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি মেসেজেই জানা যাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটটির আইএমইআই নম্বর বিটিআরসির তথ্যভাণ্ডারে আছে কিনা।

আমেরিকায় স্মার্টফোন রপ্তানি করবে বাংলাদেশ

দেশের রপ্তানি খাতে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে নতুন এক মাইলফলক। এই প্রথম ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ ট্যাগযুক্ত স্মার্টফোন আন্তর্জাতিক বাজারে

রপ্তানি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশের শীর্ষ ব্র্যান্ড ওয়ালটনের তৈরি স্মার্টফোন যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

জানা গেছে, আমেরিকার একটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ওয়ালটনের কাছ থেকে স্মার্টফোন নিচ্ছে। ওরিজিনাল ইক্যুপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার (ওইএম) হিসেবে ওই ব্র্যান্ডটিকে স্মার্টফোন তৈরি করে দিচ্ছে ওয়ালটন। ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ ট্যাগযুক্ত ওয়ালটনের তৈরি স্মার্টফোনগুলো আমেরিকার বাজারে বিক্রি হবে।

আগামী ১ মার্চ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে আমেরিকায় স্মার্টফোন রপ্তানি কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। এ সময় আরো উপস্থিত থাকবেন ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

উল্লেখ্য, এর আগে আমেরিকার বাজারে ইলেকট্রনিক্স এবং আইসিটি পণ্য বিক্রির জন্য বিশ্বখ্যাত ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজনের সঙ্গে চুক্তি করে ওয়ালটন। খুব শিগগিরই ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, কমপ্যাক্ট মিনি রেফ্রিজারেটর, হোম অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সসহ বিভিন্ন পণ্য অ্যামাজনের ওয়েবসাইটে বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

বিভিন্ন দেশে কর দিতে প্রস্তুত ফেসবুক : জাকারবার্গ

বিশ্ব জুড়ে কর সংস্কারের বিষয়টি মেনে নিয়েছেন ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন দেশে চালু করা কর দিতে তিনি রাজি।
গত মাসেই ১৩৭টি দেশ তাদের কর নীতিতে পরিবর্তন এনেছে, যাতে ডিজিটাল সার্ভিসের ওপর কর বসানো হয়েছে।
কিছু দেশ আবার এককভাবে কর নীতি চালু করেছে। মার্ক জাকারবার্গ গত শনিবার জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময় একথা বলেন। সূত্র: রয়টার্স

‘নগদ’-এ পেমেন্ট করলে স্যামসাং স্মার্টফোনে ৩০ হাজার টাকা ছাড়

‘নগদ’, স্যামসাং ও সোয়াপ নিয়ে এলো সাশ্রয়ী মূল্যে স্যামসাং এস টোয়েন্টি ও স্যামসাং এস টোয়েন্টি আলট্রা স্মার্টফোন কেনার সুযোগ। এখন থেকে ‘নগদ’-এ পেমেন্ট করলে স্যামসাং স্মার্টফোন কেনা যাবে ৩০ হাজার টাকা কম মূল্যে। পাশাপাশি পুরোনো স্মার্টফোন এক্সচেঞ্জে সোয়াপ মূল্য তো থাকছেই।

বাংলাদেশে অনলাইনে পুরোনো পণ্য বিক্রয়ের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসেছে সোয়াপ, যেখানে একটি পণ্য কোনো ক্রেতা নয়, সরাসরি কিনে নেবে প্ল্যাটফর্মটি নিজেই। ‘নগদ’ পেমেন্টের মাধ্যমে স্যামসাং মোবাইলে ছাড় পেতে হলে একজন গ্রাহককে প্রথমে সোয়াপ অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে।

এরপর পুরোনো মোবাইল ফোন সোয়াপ-এর মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ করতে হবে এবং ১০ হাজার টাকা দিয়ে ‘নগদ’-এ অগ্রিম বুকিং করতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হলে গ্রাহক ‘নগদ’-এর মাধ্যমে চূড়ান্ত পেমেন্ট করে স্যামসাংয়ের আকর্ষণীয় স্মার্টফোন কিনতে পারবেন।

ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন ‘নগদ’ পেমেন্টের মাধ্যমে এই সুযোগ থাকছে সীমিত সময়ের জন্য। প্রথম ১০০ জন সাশ্রয়ী মূল্যে স্মার্টফোন দুটি কেনার সুযোগ পাবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ‘নগদ’-এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted]…

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Get Started ‘ Create List [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

মেপ্র/আরজেএম

ডিভাইস বুঝে ফ্রেম ঠিক করে দেবে ‘অটোফ্লিপ’

টেলিভিশন, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে প্রদর্শনের জন্য আলাদা ফ্রেমের ভিডিও তৈরি করতে হয় নির্মাতাদের। পেশাদার ব্যক্তিরা এ পদ্ধতিতে ফ্রেম তৈরি করলেও শৌখিন ভিডিও নির্মাতারা বেশির ভাগ সময়ই সঠিক ফ্রেমের ভিডিও তৈরি করতে পারেন না। ফলে ভিডিও দেখার সময় বিরক্ত হন দর্শকরা। সমস্যা সমাধানে ভিডিও ধারণের সময়ই ডিভাইস অনুযায়ী ফ্রেম ঠিক করে দেবে ‘অটোফ্লিপ’।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ভিডিওর কাহিনি অনুযায়ী ফ্রেম ব্যবহারেরও পরামর্শ দেবে গুগলের তৈরি ওপেনসোর্স ভিত্তিক সেবাটি। ‘শট ডিটেকশন’, ‘ভিডিও কনটেন্ট অ্যানালিসিস’ ও ‘রিফ্রেমিং’ ভাগে বিভক্ত সেবাটি কাজে লাগিয়ে ভিডিওর কোন পর্যায়ে বিরতি দিতে হবে তাও জানা যাবে।

সূত্র : ইন্টারনেট

মেপ্র/আরজেএম